ছাত্র রাজনীতির আদুভাইয়েরা

রিপোর্ট : **গোলাম মর্তুজা অন্তু**

এক সময় বলা হত, ‘মেয়েদের বয়স আর ছেলেদের বেতন’ জিজ্ঞেস করতে নেই। কিন্তু যুগ পাল্টে যাওয়ায় আজকাল দুটি বিষয়েই সচরাচর প্রশ্ন করা যায়। কমবেশি উত্তরও মেলে। তবে সমাজে এখন আর একটি শ্রেণী আছে যাদের বয়স জানতে চাইলে বিব্রতবোধ করেন এবং উত্তর দেন না, তারা হলেন ছাত্রনেতা। এ নিয়ে একটি ছাত্র সংগঠনের এক ছাত্রীকর্মীর সঙ্গে কথা বলতেই তিনি নিজ সংগঠনের চল্লিশোর্ধ্ব সভাপতিকে দেখিয়ে মন্তব্য করেন, ‘আমাদের ছাত্রনেতাদের বয়স বড্ড বেশি’। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের কর্মীরাও তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব আঁকড়ে থাকার কারণে একইভাবে অভিযোগ তোলেন, বিষোদগার করেন। কারণ এসব নেতাদের বেশির ভাগই গল্পে পড়া সেই ‘আদু ভাই’-এর মতো, যে কিনা সারা জীবন একই ক্লাসে পড়েছিলেন!

বেশরম বিবেক

দেশের সবচেয়ে বড় দু’টি ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোতেও রয়েছে ‘বুড়ো’ গোছের ছাত্র নেতারা। যারা এখন আর ছাত্র নন। এসব বয়স্ক অছাত্রদের হাতে বছরের পর বছর ধরে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব থাকায় তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে শিক্ষাঙ্গনে কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন না কিংবা করতে পারছেন না। বরং ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল, চাকরি, পদোন্নতি ও ভর্তির তদ্বির আর দলবাজিতেই তারা বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকেন। এ অভিযোগ অনেক পুরনো।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও প্রধান বিরোধীদল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত বড় দু’টি ছাত্রসংগঠন যথাক্রমে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের প্রায় সবারই বয়স ৩০-এর ওপরে। অর্থাৎ এ দুটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সবচেয়ে কনিষ্ঠ নেতার বয়সও ৩০ বছর। আর কমিটির প্রথম ৫০ জন নেতার বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তাদের বয়স পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বড় দু’টি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বেশ কয়েকজন নেতা যে বছর এইচএসসি পাস করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১ম ও ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত অনেক ছাত্র-ছাত্রী বা দলীয় কর্মীর সেই সময়ে মাত্র জন্ম হয়েছিল বা তারা তখন শিশু ছিল। বুড়ো ছাত্র নেতাদের নিয়ে এমন মুখরোচক গল্পও প্রচলিত আছে, ‘একটি ছাত্র সংগঠনের একজন কেন্দ্রীয় নেতা একবার মফস্বলের জনৈক কর্মীর বাসায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখেন ওই কর্মীর মা এক সময় তারই বান্ধবী ছিলেন।’

জাতীয় নেতৃত্বও কী কম দায়ী

‘যক্ষের ধন’-এর মতো ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব কব্জা করে রাখার জন্য অছাত্র ও বয়স্ক নেতারাই শুধু দায়ী নন, বরং ছাত্র সংগঠনগুলোর মুরুব্বি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারাও সাধারণ শিক্ষার্থী আর তরুণ ও উদীয়মান ছাত্র নেতাদের বিবেচনায় বেশি অভিযুক্ত। কারণ মূল দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের পছন্দ এবং আশীর্বাদেই বয়স্ক ও অছাত্ররা ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব পায় ও বহাল থাকে বলে অভিযোগ আছে। এমনকি কে কার পছন্দের নেতাকে নেতৃত্বে বসাবেন এ নিয়েও মূল দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে অনেক সময়ই প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

মেধাবী নেতার আকাল

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৫ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া শেষ করে বেরিয়ে যেতে পারে। এরপর কেউ কেউ এমফিল, পিএইচডি অর্জনের লক্ষ্যে লেখাপড়া চালিয়ে যান, গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু এ জাতীয় ছাত্ররা আজকাল আর ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা রাখেন না।

এখনও ছাত্রত্ব রয়েছে এমন একজন ছাত্রনেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, অছাত্র ছাত্রনেতাদের আধিক্য এবং নোংরা ও অসুস্থ রাজনীতির কারণেই এখন আর ছাত্র রাজনীতিতে মেধাবী ছাত্রদের উপস্থিতি দেখা যায় না। এজন্য দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে দায়ী করে তিনি বলেন, ছাত্রসংগঠনগুলোর বুড়ো নেতারা মূলদলের লেজুড়বৃত্তি করেই নেতৃত্ব ধরে রাখছেন।

মিনি পার্লামেন্টে অনাগ্রহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদকে (ডাকসু) এক সময় ‘মিনি পার্লামেন্ট’ বলা হত। অথচ গত ১৫/১৬ বছর ধরে দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্র সংসদের কোনো নির্বাচনই হয়নি। ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য বলেন, বয়স্ক ছাত্রনেতাদের কারণেই ডাকসুসহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি বয়স্ক ও অছাত্র নেতারা কোনো দায়বদ্ধতা অনুভব না করায় এবং এখন আর আগের মতো ইচ্ছে করলেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও পুষ্টি বিজ্ঞানে গয়রহ ভর্তি হয়ে নির্বাচন করার সুযোগ না থাকায় তারা ডাকসুর নির্বাচনের বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান না।

আজিজুল বারী হেলাল

bRi”j Bmjvg eve

মোকাররম হোসেন নামে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র মনে করেন, বয়স্ক ছাত্রনেতারা কখনোই সাধারণ শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করেন না। এর ওপর ডাকসু না থাকায় তারা সেই সেন্টিমেন্টকে পাত্তাও দেন না। এ কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাধারণ দাবিগুলো নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো খুব কমই আন্দোলন করে থাকে। তাদের বেশিরভাগ আন্দোলনই হয় জাতীয় রাজনীতি কেন্দ্রিক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের হলে গভীর রাতে পুলিশের নারকীয় হামলাসহ কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ শিক্ষার্থীরাই আন্দোলন সংগঠিত করে। দু' চারটি বাদে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন তখন প্রত্যাশিতভাবে রাজপথে নেমে আসেনি। বরং কোনো কোনো ছাত্র সংগঠন আন্দোলন বানচাল করতে বাধা দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১ম ও ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত অনেক ছাত্র-ছাত্রী বা দলীয় কর্মীর সেই সময়ে মাত্র জন্ম হয়েছিল বা তারা তখন শিশু ছিল। বুড়ো ছাত্র নেতাদের নিয়ে এমন মুখরোচক গল্পও প্রচলিত আছে, 'একটি ছাত্র সংগঠনের একজন কেন্দ্রীয় নেতা একবার মফস্বলের জনৈক কর্মীর বাসায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখেন ওই কর্মীর মা এক সময় তারই বান্ধবী ছিলেন

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল ১৯৮৩ সালে, সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু ১৯৮৬ সালে, সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান সালাউদ্দীন টুকু ১৯৮৬ সালে ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল ১৯৮৭ সালে এসএসসি পাস করেছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা সাধারণত ১৬ বছরে এসএসসি পাস করে থাকে। এই বয়সে ছাত্রদল নেতারা যদি এসএসসি পাস করেছেন বলে ধরা হয় তাহলে বর্তমানে হেলালের বয়স হবে অন্তত ৩৮ বছর। ছাত্রদলের অন্য তিন কেন্দ্রীয় নেতার বয়স হবে যথাক্রমে বাবু ৩৫ বছর, টুকু ৩৫ বছর ও জুয়েল ৩৪ বছর। তা সত্ত্বেও এসব নেতাদের অনেকেই এখনও ছাত্রত্ব ধরে রেখেছেন। শফিউল বারী বাবু, সহ-সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল এখনও হেলথ ইকোনমিক্সের ছাত্র। আজিজুল বারী হেলালও সর্বশেষ ৪ বছর আগে জার্মান স্টাডিজের ছাত্র ছিলেন। এছাড়া জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় থেকে আসা কোনো কোনো ছাত্রদল নেতার বয়স আরও বেশি বলে অভিযোগ আছে। ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় নেতাদের মধ্যেও অনেকের ছাত্রত্ব নেই বলে জানা গেছে। তবু কমিটিতে রাখা হয়েছে তাদের। এদের মধ্যে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক দু'জনই ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ইতিমধ্যেই তারা ক্যাম্পাসে একযুগেরও বেশি সময় পার করেছেন। যত সেশন জটই থাকুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়ে যেতে কি ১৫ বছর লাগে?

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত শিকদার ১৯৮৪ সালে, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু ১৯৮২ সালে এসএসসি পাস করেছেন। সহ-সভাপতিদের মধ্যে বলরাম পোদ্দার ১৯৮২ সালে, রফিক কোতোয়াল ১৯৮৪ সালে এসএসসি পাস করেছেন। সে অনুযায়ী ছাত্রলীগ নেতাদের বর্তমান বয়স দাঁড়ায় সভাপতি লিয়াকত ৩৭ বছর, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু ৩৯ বছর। দুই সহসভাপতি বলরাম পোদ্দার ৩৯ বছর ও কোতোয়াল ৩৭ বছর। ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এদের কারোরই এতদিন ছাত্রত্ব থাকার কথা নয়। এছাড়াও সংগঠনটির সাড়ে তিন বছর ধরে নতুন কমিটি না হওয়ার ফলে বয়স্ক ছাত্রনেতাদের ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে গেছে। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত শিকদার বলেন, 'আমাদের সংগঠনে কোনও অছাত্র নেই, এখানে ছাত্ররাই রয়েছেন। তবে প্রকৃত ছাত্ররা যেন রাজনীতিতে আরও বেশি সংখ্যক সক্রিয় হতে পারে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে যত্নবান হচ্ছি।'

জাসদ ছাত্রলীগ

জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি শরীফুল কবীর স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক আলী হাসান তরুণ দু'জনেই ১৯৮৭ সালে এসএসসি পাস করেছেন। সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন পাস করেছেন ৮৮ সালে। ১৬ বছরে এসএসসি পাস ধরা হলে এ তিনজনের বর্তমান বয়স হবে স্বপন ও তরুণ ৩৪ বছর আর সাজ্জাদ ৩৩ বছর।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি বাকী বিল্লাহ ১৯৯৪-৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ইতিমধ্যেই মাস্টার্স শেষ করেছেন। সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম সজ্জন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাস্টার্স শেষ করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন এসএসসি পাস করেছেন ১৯৮৬ সালে। এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন এসএসসি পাস করেছেন ১৯৯১ সালে। এখন তাদের বয়স হতে পারে লিপন ৩৫ বছর ও মোশারফ ৩০ বছর।

কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাদের বয়স একটু বেশি হতেই পারে- বিষয়টি সমর্থন করেন ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাদের কাজটা হলো ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করা। তাই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জেলা শহর থেকে নেতারা উঠে আসতে আসতে বয়সটা একটু বেশি হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ছাত্রনেতাদের বয়স আরও বেশি। সেখানে ৫০ বা তার বেশি বয়সেরও ছাত্রনেতা রয়েছে।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী আর বিভিন্ন সংগঠনের তরুণ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে যে দাবিটি সবার কাছ থেকে শুনা যায় তা হল- প্রতিষ্ঠান বা ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক রাজনীতি করতে হলে ছাত্র নেতাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হতে হবে। কিন্তু বুড়ো ছাত্র নেতারা এবং জাতীয় রাজনীতিতে তাদের 'গড ফাদার'রা কী তা শুনবেন? নাকি গল্পের আদু ভাইকেও হার মানাবেন? গল্পের আদু ভাই সারাজীবন এক ক্লাসে পড়ে থাকলেও যেই বছর তার নিজের ছেলেও প্রমোশন পেয়ে ওই ক্লাসে উঠেছিল সেই বছর আদু ভাই ওপরের ক্লাসে প্রমোশন নেন। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির আদু ভাইদেরও কী ওপরের ক্লাসে (যেহেতু মূল দলের আরো অঙ্গ সংগঠন আছে) ওঠা উচিত নয়? কারণ বয়স তো আর কর্মীর মতো নেতার কথা মেনে বসে থাকে না। সে তার নিয়মেই চলে। ছাত্র নেতারাও চলুন না শোভন-সুন্দরের নিয়মে।